খণ্ড ২, সংখ্যা ২ ভাবনগর এপ্রিল ২০১৫
Vol. 2, No. 2 BHABNAGAR April 2015

বাংলার লালন ফকির ও ইসলামী সুফি দর্শন

মাসাহিকো তোগাওয়া

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সমাধি ও ভক্তবৃন্দের সমাগম

Lalon Fakir in Bengal and Sufism in Islam

Masahiko Togawa

Abstract

Fakir Lalon Sai is the supreme ascetic of Bangladesh, who believed in the importance of the body. He left his thoughts in his lyrics for his followers. Lalon's religious thought is influenced by both Islamic Sufism and Hindu Vaishnavism. All of these elements are mingled in the lyrics of Lalon. This is why it is difficult to fully understand his profound religious thought. This article analyzes his religious thought using the lyrics.

ফকির লালন শাহ্ বাংলা অঞ্চলের (বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) জনপ্রিয় সাধক কবি। তাঁর সাধনা ও গান কীভাবে ইসলামের সুফিবাদ দ্বারা প্রভাবিত, তা ব্যাখ্যাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মের ভেতরে নিহিত দেহতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন লালন সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা ভেদাভেদ সৃষ্টি নয়, বরং বিভিন্ন ধর্মের গভীরে বর্ণিত দেহতত্ত্বের মধ্যদিয়ে পরম সত্য উদ্‌ঘাটনই লালন সাধনার মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বকে লালন কীভাবে দেখছেন, এবং তাঁর সাধনা বা চিন্তাধারা কীভাবে গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তাও এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধিক প্রচলিত মতানুসারে জানা যায়—ফকির লালন শাহ্ হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং গৃহত্যাগ করে সাধনার পথে নেমে মুসলমান বাউল ফকির সিরাজ সাঁই-এর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন।[১] তিনি আজীবন ধর্মীয় গোঁড়ামীর গণ্ডী পেরিয়ে সাধনা করেছেন। তারপর হিন্দু-মুসলমান উভয় শিষ্যদের মধ্যে নিজের শিক্ষা প্রচার করেছেন, এবং আজও তার অনুসারীরা লালনের প্রচার করা দর্শন অনুসরণ করছেন।

লালন ও মরমি সাধনা

ফকির লালন শাহ্ বাংলার বাউলগানের গুরু বলে পরিচিত। আর বাউলগান বাংলার লোকগীতি (folk song) হিসেবে ইউনেস্কোর ঘোষণায় Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity-তে বিশ্বে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু লালনের মাজারকে কেন্দ্র করে আশেপাশের লালন অনুসারীরা শুধুমাত্র গান পরিবেশনই করেন না, তাঁরা গৃহত্যাগী সাধকরূপে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় সাধনা করেন।

লালনের গানের মধ্যে হিন্দু-বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ইসলামধর্মের সুফিবাদী প্রভাবও দেখা যায়। বাংলার লৌকিক ইসলাম ও সুফি-গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন—লালনের গানের মধ্যে সুফি প্রভাবটা বেশি, তাই তাকে ‘বাউল’-এর থেকে ‘সুফি’-সাধক বলা বেশি বাঞ্ছনীয়।[২]

এখন ইসলাম দর্শনের সাথে লালনগীতির সম্পর্ক বা লালনগীতি কীভাবে ইসলামী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একই সঙ্গে ইসলামধর্মের

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক দর্শনের ভাবটা কেমনভাবে প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়েও কিছু পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা যায়।

ইসলামি দর্শনের বিশ্ববিখ্যাত জাপানি গবেষক তোশিহিকো ইজুৎসু লিখেছেন—ইসলামী দর্শনে ধর্মীয় সাধনার অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের অন্তরের চেতনা (consciousness)-এর পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা রূপে দেখা যায়। "ইসলামি দর্শনে মারফত দর্শনের অনুসন্ধানকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এরকম যে, একটা বিশ্বাস, একটা বস্তু, একটা অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে অবশ্যই চোখে অদৃশ্য 'সত্য' লুকায়িত আছে। সেই 'সত্য'কে অনুসন্ধান/অন্বেষণ করার আবেগ তাদের মধ্যে খুব বেশী। সেই জিনিস, অবস্থা বা ঘটনা সবই বাহ্যিক বা চাক্ষুষ বা সাকার। অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তুমাত্রেই গভীরে অদৃশ্য সত্য গুপ্ত আছে।"[৩]

ইসলামের ইতিহাসে অনেকেই বস্তুবাদী বা লৌকিক 'শরিয়া' আইনে তৃপ্তি লাভ করতে না পেরে পরম সত্য বা সচেতনতার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন। আধ্যাত্মিক পথের অনুসন্ধান করতে করতে সাধনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধকগণ একটা অতীন্দ্রিয় স্তরে এসে পৌছান। এই অতীন্দ্রিয়বাদ শুধুমাত্র ইসলামধর্মেই নয়, হিন্দু-খ্রিষ্টান বা অন্য ধর্মের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যেও খ্রিষ্টানধর্মের 'mysticism' আর ইসলামধর্মের 'সুফি-দর্শন' এক নয়।

জাপানের ইসলাম বিষয়ক গবেষক কোজিরো নাকামুরা লিখেছেন—"ইসলাম ধর্মে অতীন্দ্রিয়বাদকে পাশ্চাত্য গবেষকরা 'sufism' বলেন। কিন্তু এই শব্দটি আরবি ভাষার 'sufi' শব্দটির সাথে ইংরেজি 'ism' যুক্ত করে 'sufism' শব্দটি বানানো হয়েছে। আসলে, আরবি ভাষায় অতীন্দ্রিয়কে 'Tasawuf' বলে 'Tasawuf' হল সুফিরূপে অনুসন্ধান করে সাধনা করা।"[৪]

কুষ্টিয়ায় লালনপন্থী সাধকদের সংগীত সাধনা

লালনের গানের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য

লালনের গানের মধ্যে 'শরিয়ত' ও 'মারফত' দুটি পথ আছে। শরিয়ত শব্দটি আরবি ভাষার শরিয়া হতে আর মারফত শব্দটি আরবি ভাষায় মারিফা হতে নেওয়া হয়েছে।

মারেফত হচ্ছে অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে গুপ্ত গভীর তত্ত্ব। ইজুৎসুর ভাষায়—ইসলামধর্মের শরিয়ত ও মারফত পথের সঙ্গে লালনের গানের মধ্যে শরিয়ত ও মারফত পথের তফাৎ আছে।[৫] এই তফাৎ লালনের গানের মধ্যেও দেখা যায়; যথা—

যদি শরায় কার্যসিদ্ধি হয়।
তবে মারফতে কেন মর্‌তে যায় ॥
শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশাল মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধে তখন
ঘোল বলে তা তো জানে সবায় ॥
মারফত মূল বস্তু বাণী
শরিয়ত তার সরপোষ জানি
ঘুচাইলে তার সরপোষ খানি
বস্তু লয়ে কি সরপোষ ধরে রয় ॥
আক্কেল আওল দরিয়া
দেখ না মন তাতে ডুবিয়া
মুরশিদ ভজন যে লাগিয়া
লালন বলে তাতে ভুল সবায় ॥[৬]

এই গানে যা বলা হয়েছে, দুধ (শরিয়তের পথ) হতে মাখন (মারফত পথ) তোলার পর পাতলা ঘোলটা পড়ে থাকে। অর্থাৎ, আমরা পুষ্টিকর মনে করে যে দুধ খাই, আসলে তার মধ্যে মাখন নামের সত্য গুপ্ত আছে সেটা প্রত্যক্ষ চোখে দেখা যায় না। লালন শরিয়তকে বাইরের ক্রিয়া/আচার-আচরণ আর মারফতকে অন্তরের বা আত্মিক আচার বলে পৃথক করেছেন। কিন্তু তাই বলে শরিয়তকে বাহ্যিক বা শুধুমাত্র দেখানো আচার বলে তাকে নিরর্থক মনে করেন নি। বরং উভয়ের পারস্পারিক সম্পর্ককে একটা উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—পাত্র বা আধার আছে বলেই তরল পদার্থের মতো বস্তুর আকার আছে এবং সেখানে সারবস্তুটা সংরক্ষিত আছে।

এইভাবে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা গভীর সত্যের অনুসন্ধান করার জন্য লালনের শিষ্যরা দেহতত্ত্বের মাধ্যমে নানান সাধনা করে থাকেন। বাউল সাধকের সাধনাকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন, যাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় 'চার মঞ্জিল'। এই চারটি স্তর হচ্ছে— ১. শরিয়ত, ২. তরিকত, ৩. হাকিকত ও ৪. মারফত। আরবি ভাষায় বলা হয়— শরিয়া, তরিকা, হাকিকা ও মারেফা। লালনের গানে আছে এমন কথা, যেমন—

তরিকতে দাখিল না হ'লে
শরিয়ত হবে না সিদ্ধি পড়বি গোলমালে ॥

শরার নামাজের বীজ
আরকান আহ্‌কাম চিজ
তরিকতের আরকান আহ্‌কাম
কয় বীজে বলে ॥

সালেকি মজ্জুব হয়
হাকিকতের পরিচয়
মারফত সিদ্ধির মোকাম
দেখ না রে খুলে ॥

আত্মতত্ত্ব জানে যে
সব খবরে জবর সে
লালন ফকির ফেরে প'লো
নিগূঢ় পথ ভুলে ॥[৭]

এই গানের তরিকত বলতে মূল আরবি ভাষার তরিকা হতে অর্থটা একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় তরিকা বলতে বোঝায়—সুফি ভক্তদের সম্প্রদায়। এই গানে তরিকত বলতে সাধকদের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা বিশেষ স্তরকে বোঝানো হয়েছে, যেটা হচ্ছে সুফি সাধনার ৪ মোকামের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তর হচ্ছে—হাকিকত, যেখানে সাধকগণ গোপনতত্ত্বের সন্ধান করতে 'মজ্জুব' হন, মানে গভীর ভাবে মগ্ন হন। এভাবে সাধকগণ অন্তিম স্তরের মারফতে এসে পৌঁছান।

লালনের এই গানের মধ্যে যে দর্শন আছে, সেটা শুধুমাত্র লালনের নিজস্ব তৈরী চিন্তাধারা নয়। ইসলামের সুফি দর্শনের প্রভাবও এর মধ্যে বিদ্যমান। যেমন, খ্রিষ্টীয় ১৭ শতাব্দীর বাংলা সুফি-সাধক কবি আবদুল হাকিম 'চার মোকাম' নামে কবিতা লিখে গেছেন। এই কবিতার মধ্যে কবি, সাধকের চারটে স্তরের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন।[৮] এই ধরনের বাংলার সুফি সাধক কবিদের দর্শনের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে কিছু লালন ধারণা

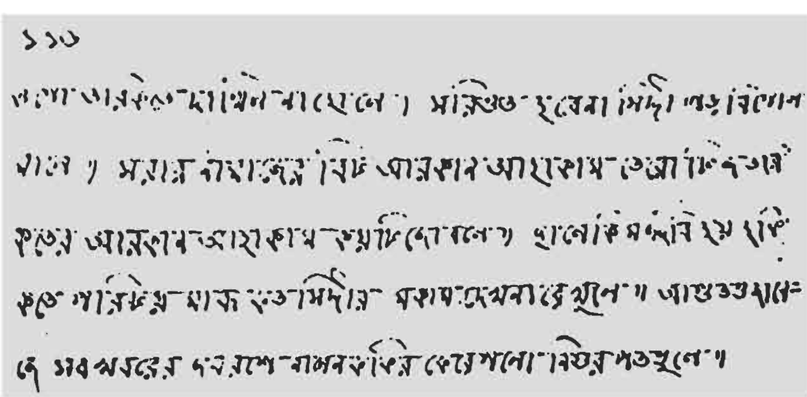

বিশ্বভারতীর অভিলেখাগারে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত লালন সাঁইজির গানের আদি খাতার হস্তলিপি

নিয়ে এবং নিজস্ব সাধনার অভিজ্ঞতা থেকে উপর্যুক্ত গানটি লিখেছেন বলে ধারণা করা যায়। বলা হয় লালন মোটামুটি ৭০০ (সাত শত)-এর উপর গান রচনা করেছেন। এর মধ্যে থেকে ইসলাম দর্শন সম্পর্কিত কয়েকটি গান বেছে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

লালনের চিন্তাভাবনার জগৎ এতো বিস্তৃত ও গভীর যে, তাঁকে শুধুমাত্র গায়ক, বাউল বা ফকির বলে পরিচয় দিলে সম্পূর্ণ হবে না, তাঁর গানে ইসলাম দর্শনের যে প্রভাব সেটা অনুগমন করলে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপ

এটা খুবই আকর্ষণীয় বিষয় যে, মুসলিম ধর্মাবলম্বী লালনের অনুসারীরা (আশিক বা আশেক) নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আরবি ভাষার মূল শব্দ ব্যবহার করে 'চার মোকাম' দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, যেটা আগেও আলোচিত হয়েছে। অপরদিকে, হিন্দু ভক্তরা সংস্কৃত মূল শব্দ ব্যবহার করে 'চার মঞ্জিল' রূপে ব্যবহার করেন যেটা হল, স্থূল, প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধি। এটাকে ভাষাবিজ্ঞানে বলা হয় 'প্রতিশব্দ'। এটা দক্ষিণ এশীয় সমাজে বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত বাংলা সমাজে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। যেমন—বাংলাভাষায় 'Water'-কে হিন্দুরা বলে 'জল', মুসলমানরা বলে 'পানি'; আবার 'Mother-Father'-কে হিন্দুরা 'মা-বাবা', মুসলমানরা 'আম্মা-আব্বা' বলে। এখানে সম্বোধনের শব্দটা আলাদা, কিন্তু অর্থ এক। এভাবে একই জিনিস বা শব্দকে আলাদা নামে প্রকাশ করা হলেও বাংলা সমাজে সেটা স্বাভাবিক এবং তা বহুল প্রচলিত।

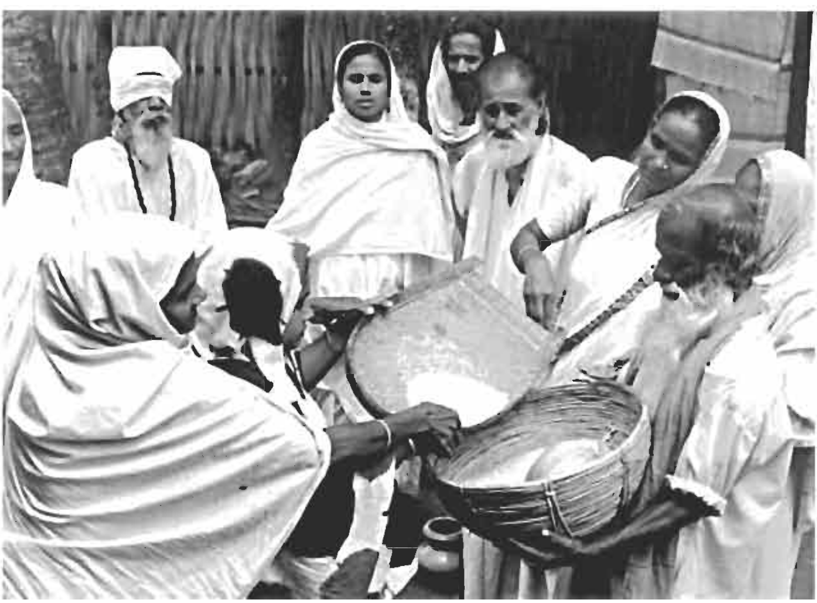

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনপন্থী সাধকদের ভেকখেলাফতে ভিক্ষার দৃশ্য, আলোকচিত্র: নাসির আলী মামুন

একটা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করেন, এই অবস্থাকে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক নৃতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ 'Syncretism' বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেমন, মির্সিয়া ইলিয়াদে (Mircea Elliade) ইসলাম ও হিন্দুধর্মীয় দর্শনের পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে বলেছেন—দক্ষিণ এশিয়ায় সুফি সাধকদের 'জিকির' (আরবি ভাষার 'যিক্‌র' থেকে 'জিকির' হয়েছে) হলো এক প্রকার সাধনা। এই 'জিকির' সঙ্গে হিন্দু যোগ সাধনার প্রাণায়ামের মিল আছে। জিকির এবং প্রাণায়ামের উভয়ের পদ্ধতি এক, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে।[৯] Elliade লিখেছেন—'জিকির' হিন্দু প্রণায়াম দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত।[১০] লালনের গানের মধ্যেও দেখা যায়, হিন্দু-বৈষ্ণব প্রভাব এবং ইসলামী সুফি দর্শনের প্রভাব। কিন্তু কোথায় হিন্দু ভাবনা আর কোথায় ইসলাম ভাবনা—সেখানে পরিষ্কার সীমারেখা টানা কঠিন। যেমন, লালনের মুসলমান বা হিন্দু অনুসারীরা পরস্পরকে ভেদাভেদ বা প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করেন না, তাঁরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আবার সব সময় নিজেদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে, নিজস্ব নিয়মে সত্যের সন্ধান করেন। সুতরাং তাঁরা মনে করেন, হিন্দুরা হিন্দু মত, মুসলমানরা মুসলিমদের মত ভিন্ন পদ্ধতিতে হলেও একই উদ্দেশ্যে মূল সত্যের সন্ধান করতে পারেন। লালনের গানের মধ্যেও দেখা যায়—

সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা।
জীবের কি সাধ্য আছে শুনে পড়ে তাই বলা ॥

কখনো ধরে সাকার
　　　　কখনো হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার সাকার
　　　　অপার ভেবে হই ঘোলা ॥

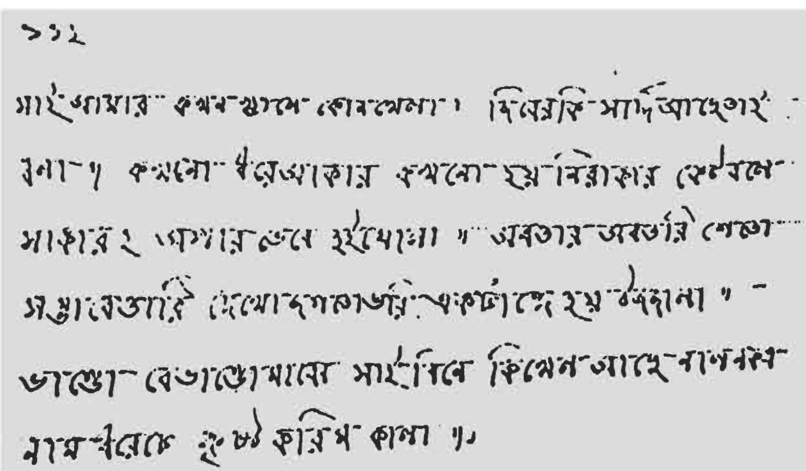
১১২
সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা। জিবের কি সাদ্দ আছে তাই
বলা ॥ কখনো ধরে আকার কখনো হয় নিরাকার কেউ বলে
সাকার ২ অপার ভেবে হই ঘোলা ॥ অবতার অবতারি সেতো
[illegible] দেখো [illegible] একটা [illegible] হয় [illegible] ॥
[illegible] সাঁই বিনে [illegible] আছে লালন [illegible]
[illegible] কালা ॥

বিশ্বভারতীর অভিলেখাগারে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত লালন সাঁইজির গানের পাণ্ডুলিপি, হস্তলিপিটি লালন শিষ্য ভোলাই শাহ-এর

অবতার অবতরি
সেও সম্ভাবে তারি,
দেখো জগত ভরি
এক চাঁদে হয় উজ্জ্বলা ॥

ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয়, নাম ধরে সে
কৃষ্ণ করিম কালা ॥[১১]

উপর্যুক্ত গানের মধ্যে বিশ্বকে আলোকিত করে, এমন চাঁদের কথা বলা হয়েছে। সাঁই আমার বিভিন্ন অবতারের রূপ নিয়ে এই বিশ্বে আবির্ভূত হন। এখানে আধ্যাত্মিক খেলার মাধ্যমে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ দেখানো হয়েছে। লৌকিক সমাজে আধ্যাত্মিক জগতের সাঁইকে হিন্দুরা কৃষ্ণ, মুসলমানরা করিম নামে ডাকেন। এখানে কৃষ্ণ ও করিম নাম ভিন্ন হলেও আসলে একই অস্তিত্ব। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। আবার এই গানের মধ্যে মুসলমান সুফি সাধকের কছে 'ফানা' বলে পরিচিত ধারণার ইঙ্গিতেও রয়েছে। 'ফানা' হচ্ছে—সুফি দর্শনে এক প্রকার অলৌকিক আলোর সঙ্গে সাধনার মাধ্যমে এক হওয়া। অপর দিকে হিন্দুদের কাছে পরিচিত অবতারের ধারণাও এই গানের মধ্যে দেখা যায়। এই অবতার কখনো সাকার বা কখনো নিরাকার।

ভাবনগর সাধুসঙ্গে বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করছেন মাসাহিকো তোগাওয়া, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

অর্থাৎ এই গানের মধ্যে লালনের বাণী হলো—হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাদেরকে দেহতত্ত্বের সাধনার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছানোর অভিজ্ঞতাকে লালন দেখাতে চেয়েছেন। এই অতীন্দ্রিয় সাধনায় হিন্দু বা ইসলামধর্মের ঐতিহ্য মোটেও গৌণ নয়, বরং লালন মনে করেছেন—হিন্দুরা হিন্দু পথে, মুসলমানরা সুফি সাধনার মাধ্যমেই সেই স্তরে পৌঁছাতে পারেন। আর এখানেই লালনের স্বকীয়তা ও জাতপাতহীন উদার মানবিক সাধন মাহাত্ম্য চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. বসন্তকুমার পাল, *মহাত্মা লালন ফকির*, নদীয়া, ১৩৬১
২. মুহম্মদ এনামুল হক, "বঙ্গে সুফী প্রভাব," *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সম্পা. মনসুর মুসা, ঢাকা : বাংলা একাডেমি. ১৯৯১
৩. তোশিহিকো ইজ্যুৎসু, *Islam Culture,* Tokyo, Iwanami, 1991, P. 180
৪. কেজিরো নাকামুরা, *Islam Mysticism, Encyclopedia of World Religion*, Tokyo: Heibonsha, 1991, p.165
৫. তোশিহিকো ইজ্যুৎসু, প্রাগুক্ত
৬. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত), *লালন-গীতিকা*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ১৪৩-১৪৪
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৮. রাজিয়া সুলতানা (সম্পা.), *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯
৯. Mircea Elliade, *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion,* 1987
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭
১১. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত), *লালন-গীতিকা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭